গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
প্রশাসন-৩ শাখা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতির অক্টোবর, ২০২১-এর সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	মোঃ মোকাব্বির হোসেন সচিব
সভার তারিখ	১০ অক্টোবর ২০২১
সভার সময়	বেলা : ০২.০০ টা
স্থান	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত ও শুভেচ্ছা জানিয়ে সভা শুরু করেন। সভাপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা অনুযায়ী এ বিভাগের চলমান প্রকল্পসহ মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহে প্রদত্ত সেবার গুণগতমান বজায় রেখে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সহিত অর্পিত দায়িত্ব পালনের উপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেন। এরপর তিনি আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ সভায় উপস্থাপন করার জন্য অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)-কে অনুরোধ করেন। অতঃপর সভাপতি আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ সভায় উপস্থাপন করার জন্য অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)-কে অনুরোধ করেন।

২। বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ :

ক্র.	আলোচ্যসূচি	সিদ্ধান্ত
২.১	**সেপ্টেম্বর, ২০২১-এর সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণঃ** সেপ্টেম্বর, ২০২১-এর কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। কোন সংশোধনী না থাকলে তা দৃঢ়ীকরণ করা যেতে পারে।	সেপ্টেম্বর, ২০২১-এর সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে তা দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনাসমূহ ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
২.২	**মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (২০.০১.২০১৯ তারিখে প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ):**		
	নির্দেশনা-২ : মাদকাসক্তদের সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে তেজগাঁওস্থ কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রকে ট্রেনিং সুবিধাসহ পূর্ণাঙ্গ নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে রূপান্তর করাসহ পর্যায়ক্রমে সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষিত সকল জেলায় মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন ও বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রসমূহকে কঠোর নজরদারির মধ্যে আনতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ সভাকে মহাপরিচালক (অঃদাঃ), মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর জানান,**	১) কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের ডিপিপি পাশ করিয়ে আনতে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট ডেস্ক অফিসারের সাথে ব্যক্তিগত ও দাপ্তরিক যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে; ২) Modernisation of DNC প্রকল্পের ডিপিপি দ্রুত সংশোধন করে অক্টোবর, ২০২১-এর মধ্যে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে; ৩) ৪টি বিভাগীয় শহর চট্টগ্রাম,	**মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান।** **মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান।**

	ক) কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের ডিপিপি চূড়ান্ত পযায়ে রয়েছে । খ) অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো মোতাবেক লজিস্টিক সাপোর্ট বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'Modernisation of DNC' প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। গ) বরিশাল, রাজশাহী ও সিলেট বিভাগের বিদ্যমান ৩য় তলা ভবনের ৪র্থ ও ৫ম তলার ছাদ ঢালাইয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। চট্টগ্রাম টেস্টিং ল্যাবরেটরি নির্মাণকাজ শুরু হয়েছে। ঘ)বিভাগীয় শহর ব্যতীত অন্যান্য বৃহত্তর জেলাসমূহে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন। ঙ) 'ডোপটেস্ট বিধিমালা-২০২১' ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (অ্যালকোহল) বিধিমালা, ২০২১ লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে ভেটিং-এর জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।	বরিশাল, সিলেট ও রাজশাহী বিভাগে টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপন প্রকল্পের ৩য় তলার ভবনের ৪র্থ ও ৫ম তলার উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণের কাজ নির্ধারিত সময়-সীমার মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে; ৪) ৭টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ডিপিপি প্রণয়ন কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করতে হবে; ৫) ডোপটেস্ট প্রকল্প-এর ডিপিপি সংশোধন করে দ্রুত পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে; ৬) বৃহত্তর জেলাসমূহে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন করার ডিপিপি নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করতে হবে; ৭) ডোপটেস্ট বিধিমালা, ২০২১ এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (অ্যালকোহল) বিধিমালা, ২০২১ প্রণয়ন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। ৮)বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শনকালে নিরাময় কেন্দ্রের অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী চিকিৎসকসহ যে জনবল থাকার কথা তা আছে কিনা, সিসি ক্যামেরাসহ ভৌত অবকাঠামো এবং একই লাইসেন্সে দুটি নিরাময় কেন্দ্র চালানো হচ্ছে কিনা ইত্যাদি বিষয় যথাযথভাবে যাচাই করতে হবে।		
	নির্দেশনা-৩ : মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে ক) প্রশিক্ষণ একাডেমির জন্য কুষ্টিয়া জেলায় প্রাথমিকভাবে ২০.৩৪৮০ একর জমি নির্বাচন করা হয়েছে। জমি অধিগ্রহণের জন্য ০৮.০৩.২০২১ তারিখে জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া'র অনুকূলে ২৩,৫৭,০০,০০০ (তেইশ কোটি সাতান্ন লক্ষ) টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।	১)মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর-এর জন্য প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণকল্পে জমি অধিগ্রহণের সকল আনুষ্ঠানিকতা দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	**মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান**	

<table>
<tr><td colspan="2">নির্দেশনা-৪ : মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে।</td><td colspan="2">বাস্তবায়িত</td></tr>
<tr><td></td><td>নির্দেশনা-১ : সোনা/মাদক/অস্ত্র/শিশু ও মানবপাচার এর বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রাখা।
ক) জুলাই, ২০২১ হতে সেপ্টেম্বর, ২০২১-এর অভিযান নিম্নরূপ:
<table>
<tr><th>মাসের নাম</th><th>অভিযান সংখ্যা</th></tr>
<tr><td>জুলাই, ২০২১</td><td>৪,৩৯০</td></tr>
<tr><td>আগস্ট, ২০২১</td><td>৬,৪৯৩</td></tr>
<tr><td>সেপ্টেম্বর, ২০২১</td><td>৮,৪৯৮</td></tr>
<tr><td>মোট =</td><td>১৯,৩৮১</td></tr>
</table></td><td>১)সিসাবারসহ মাদকের বিরুদ্ধে টাস্কফোর্সের অভিযান পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে;

২) বার লাইসেন্সের যে সব আবেদন পাওয়া গিয়েছে সেগুলো যথাযথ প্রক্রিয়া অবলম্বন করে দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং এ পর্যন্ত বার লাইসেন্স বিষয়ে প্রাপ্ত আবেদনপত্র, পেন্ডিং ও ইস্যুকৃত লাইসেন্স বিষয়ক তথ্যাদি মাসিক সমন্বয়সভায় উপস্থাপন অব্যাহত রাখতে হবে।</td><td>মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান।</td></tr>
<tr><td></td><td>নির্দেশনা-২ : স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-এর অধীন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের দাবিকৃত রেশন ও ভাতার বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করতে হবে। (আংশিক বাস্তবায়িত)</td><td>১)মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের দাবিকৃত রেশন ও ভাতার বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করতে অর্থ মন্ত্রণালয়ে ব্যক্তিগত ও দাপ্তরিক যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>নির্দেশনা-৩ : এনজিও পরিচালিত মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের মাধ্যমে যাতে মাদকদ্রব্যের বিস্তার না ঘটে সেজন্য এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোকে যথাযথ নজরদারির আওতায় আনা।

ক) সেপ্টেম্বর-২০২১-এ ৩৫টি বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র পরিদর্শন করা হয়েছে ।

খ) ২০২১-২২ অর্থবছরে বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র-এর অনুকূলে অনুদান প্রদানের জন্য ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে। ১৮.০৯.২০২১ তারিখে ২টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রদান করে আবেদন আহ্বান করা হয়েছে।</td><td>১)মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহ অতর্কিতে পরিদর্শন করতে হবে, লাইসেন্স প্রদানের শর্ত অনুযায়ী মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস সাপোর্টসহ চিকিৎসা প্রদানের জন্য সক্ষমতার বিষয়টি যাচাই করতে হবে, কোন প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি কিংবা অসংগতি পাওয়া গেলে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</td><td>মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।</td></tr>
</table>

	নির্দেশনা-৪ : ডিসি-ডিএম সভার অনুরূপ মিয়ানমারের সাথে ইয়াবাসহ অন্যান্য দ্রব্য পাচার ও অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকাতে উভয় পক্ষের তৃণমূল পর্যায়ের প্রতিনিধিদের আলোচনা শুরুর বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ। ক) মিয়ানমারের সঙ্গে ৪র্থ দ্বিপাক্ষিক সভা ১৫ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখে Zoom Platform-এ অনুষ্ঠিত হয়।	১) মিয়ানমারের সাথে ইয়াবাসহ অন্যান্য মাদকদ্রব্য পাচার ও অবৈধ অনুপ্রবেশ বন্ধে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক একই ভাবে ডিসিডিএম পর্যায়ে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠান অব্যাহত রাখতে হবে এবং সভা অনুষ্ঠানের সংগে সংগেই কার্যবিবরণী স্বাক্ষর করিয়ে নিতে হবে।	**মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান।**
২.৩	**ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরঃ (২০.০১.২০১৯ তারিখে প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ ও আলোচনা):**		
	নির্দেশনা-১: ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে।	১) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান/অনুবিভাগ প্রধান উন্নয়ন।**
	নির্দেশনা-২ : গ্যাপ-এরিয়া এবং গ্রোথ সেন্টারসমূহে স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন চালু করতে হবে। প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নকালে লোকবলের সংস্থান রাখতে হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে লোকবল নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ এমনভাবে প্রদান করতে হবে যাতে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথেই উহা চালু করা যায়।	১) গ্যাপ-এরিয়া এবং গ্রোথ সেন্টারসমূহে স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন নির্মাণের জন্য চলমান ডিপিপি প্রণয়ন কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করতে হবে। ২) প্রকল্প বাস্তবায়নকালে লোকবল নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ এমনভাবে প্রদান করতে হবে যাতে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথেই উহা চালু করা যায়।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
	নির্দেশনা-৩ :ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে।	১) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাই (Feasibity Study) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**

	নির্দেশনা-৪ : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের বিদ্যমান পদসমূহের নাম পরিবর্তন এবং জেলা পর্যায়ের ১০ম গ্রেডের পদসমূহ ৯ম গ্রেডে উন্নীত করার বিষয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে। (আংশিক বাস্তবায়িত।	১) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।
	নির্দেশনা-৫ : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের আওতায় স্পেশালাইজড ইউনিট গঠন করতে হবে; যানবাহনের গ্যাস সিলিন্ডার পরীক্ষাপূর্বক ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদানের বিষয়টি বিআরটিএ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	১) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের আওতায় স্পেশালাইজড ইউনিট গঠন কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। ২) যানবাহনের গ্যাস সিলিন্ডার পরীক্ষাপূর্বক ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদানের বিষয়ে জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়,বিস্ফোরক অধিদপ্তর ও বিআরটিএ-তে প্রেরিত পত্রের প্রেক্ষিতে প্রতিমাসে বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিস্ফোরক অধিদপ্তর হতে সংগ্রহ করে প্রতিবেদন প্রেরণ অব্যাহত রাখতে হবে।	মহাপরিচালক,ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।
	২০.০১.১৯ তারিখের পূর্বের নির্দেশনাসমূহ ও আলোচনা :		
	নির্দেশনা-১ : নানা রকম দুর্ঘটনা, ভূমিকম্প এবং পরিবেশ বিপর্যয়ের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জনে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	১) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে যে সকল ইক্যুইপম্যান্ট সরবরাহ করা হবে, একই ইক্যুইপম্যান্ট যেন এফএসসিডি কর্তৃক সংগ্রহ করা না হয়, সে বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে মডার্নাইজেশন অব ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স (ফেইজ-২) প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। ২)ফায়ার সার্ভিসের জন্য যেন Need Based যন্ত্রপাতি সংগ্রহ/ক্রয় করা হয় সে বিষয়ে বিনির্দেশ প্রস্তুত ও প্রেরণ করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।
	নির্দেশনা-২ : বন্যা/দুর্যোগ মোকাবেলা এবং শিক্ষার কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষাক্রমে দুর্যোগপ্রবণ উপজেলায় স্থায়ী আশ্রয় কেন্দ্র-কাম-পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন এবং একই প্রকৃতির এলাকার ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের অর্গানোগ্রামে একটি ডুবুরি দল অন্তর্ভুক্তকরণ।	১) ডুবুরি পদের প্রয়োজনীয় সংখ্যক পদ সৃজনের বিষয়ে অর্থ বিভাগের সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে ।	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।

	প্রতিশ্রুতি-১ : মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর ও গাংনী উপজেলায় অগ্নিনির্বাপণ কেন্দ্র স্থাপন। *বামুন্দী (গাংনী)-মেহেরপুর : বাস্তবায়িত।	১) মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর ফায়ার স্টেশন নির্মাণের অবশিষ্ট কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করে দ্রুত চালু করার ব্যবস্থা করতে হবে;	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-২: সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী, উপজেলায় অগ্নি নির্বাপণ কেন্দ্র স্থাপন।	১)চৌহালী উপজেলায় ফায়ার স্টেশন নির্মাণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মামলার কার্যক্রম দ্রুত নিস্পত্তি করার যথোপযুক্ত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-৩ : ত্রিশাল, গৌরিপুর ও নান্দাইল উপজেলায় স্টেশন নির্মাণ করা হবে। *ত্রিশাল ও নান্দাইল – বাস্তবায়িত।	১)গৌরিপুর উপজেলার ফায়ার স্টেশনটি উদ্বোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ দ্রুত চালু করার ব্যবস্থা করতে হবে।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-৪ : সুনামগঞ্জ জেলার সকল উপজেলায় অগ্নিনির্বাপণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হবে।	১) ধর্মপাশা, দোয়ারা বাজার ও তাহিরপুর উপজেলার ফায়ার স্টেশন নির্মাণের আনুসঙ্গিক সকল কাজ সম্পন্ন করে উদ্বোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ স্টেশনগুলো দ্রুত চালু করার ব্যবস্থা করতে হবে।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-৫ : বরগুনা জেলার যে সকল উপজেলায় ফায়ার স্টেশন নেই সে সকল উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন নির্মাণ করা হবে। *বেতাগী ও বামনা-বাস্তবায়িত।	১) বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলার ফায়ার স্টেশন নির্মাণের আনুসঙ্গিক সকল কাজ সম্পন্ন করে উদ্বোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ স্টেশনটি চালু করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-৬ : চাঁদপুর জেলার যে সকল উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন নেই সেসব উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন নির্মাণ করা হবে।	১)চাঁদপুর জেলার মতলব (উত্তর) ও ফরিদগঞ্জ উপজেলায় ফায়ার স্টেশন নির্মাণকাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-৭ : কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী (কর্তৃমারী), ভুরুঙ্গামারী, ফুলবাড়ী, রাজারহাট ও রাজীবপুর উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন নির্মাণ করা হবে।	১) ফুলবাড়ী, রাজারহাট ও রাজিবপুর ফায়ার স্টেশন নির্মাণের আনুসঙ্গিক সকল কাজ সম্পন্ন করে উদ্বোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ স্টেশনগুলো চালু করার ব্যবস্থা করতে হবে; ২) ভুরুঙ্গামারী উপজেলায় ফায়ার স্টেশন নির্মাণের জন্য বিকল্প জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম দ্রুত সম্পাদনের নিমিত্ত জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রামের সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**

	প্রতিশ্রুতি-৮: টুঙ্গীপাড়া, কোটালীপাড়া, কাশিয়ানী ও মুকসুদপুর ফায়ার স্টেশন নির্মাণ করা হবে। *টুঙ্গীপাড়া, কোটালীপাড়া, মকসুদপুর ফায়ার স্টেশন নির্মাণ-বাস্তবায়িত।	১)গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী ফায়ার স্টেশন নির্মাণের আনুসঙ্গিক সকল কাজ সম্পন্ন করে উদ্বোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ স্টেশনটি চালু করার ব্যবস্থা করতে হবে।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
২.৪	**কারা অধিদপ্তর : (২০.০১.১৯ তারিখে প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ ও আলোচনা):**		
	নির্দেশনা-১ : কারাগারসমূহের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সর্বাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করাসহ বয়োবৃদ্ধ ও গুরুতর অসুস্থ কারাবন্দিকে কারা মুক্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১) কারাবন্দিদের মধ্যে যারা দীর্ঘদিন জটিল রোগে আক্রান্ত তাদেরকে চিহ্নিত করে একটি তালিকা প্রেরণ করতে হবে। ২)ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও খুলনা কেন্দ্রীয় কারাগার-এর নির্মাণকাজের অবশিষ্ট কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করতে হবে; ৩) কারা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রাজশাহী-এর অবশিষ্ট কাজ প্রকল্প মেয়াদের মধ্যে শেষ করতে হবে; ৪)নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়। অবশিষ্ট কাজ নির্ধারিত সময়ে শেষ করতে হবে; ৫)জামালপুর জেলা কারাগার পুনর্নির্মাণ প্রকল্প-এর বাস্তবায়ন কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়।নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
	নির্দেশনা-২ : কারা অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে।	১) কারা অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা বৃদ্ধি সংক্রান্ত ডিপিপি প্রণয়ন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
	নির্দেশনা-৩। কারা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে।	১) পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি প্রণয়ন কার্যক্রম চূড়ান্ত করে এ মাসের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**

	নির্দেশনা-৪ : কারা হাসপাতালসমূহে ডাক্তার নার্স ও প্যারামেডিক নিয়োগের জন্য পৃথক মেডিকেল ইউনিট গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ এবং প্রকল্প সৃজন ও নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	১)কারাহাসপাতালসমূহে সার্বক্ষণিকভাবে শূন্যপদ পূরণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোকবল নিয়োগের জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাথে একটি সমজোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
	২০.০১.১৯ তারিখের পূর্বের নির্দেশনাসমূহ :		
	নির্দেশনা-১ : বিভিন্ন মামলায় মৃত্যুদন্ড প্রদত্ত আদেশগুলো দ্রুত কার্যকর করতে উদ্যোগ নিতে হবে। প্রয়োজনে আলাদা সেল গঠন এবং আইন মন্ত্রণালয়ের সহায়তা গ্রহণ করা। (২,১৭৩টি মামলায় মৃত্যুদন্ডাদেশ প্রাপ্ত বন্দির সংখ্যা বর্তমানে ১,৯৯৮ জন (০১.০৯.২০২১)।	১) উচ্চ আদালতে চলমান ডেথ রেফারেন্স এবং আপিল মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আইন ও বিচার বিভাগের সাথে এ বিভাগ হতে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান/কমিটি**
	নির্দেশনা-২: কেরাণীগঞ্জে কেন্দ্রীয় কারাগার স্থানান্তরের পর পুরাতন কারাগারের বিদ্যমান জায়গায় শীঘ্রই নতুন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে। বর্তমানে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার জুন ২০15 এর মধ্যে কেরাণীগঞ্জে স্থানান্তর এবং ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতা কারা স্মৃতি জাদুঘর জনগণের জন্য উন্মুক্তকরণ এবং জনসাধারণের জন্য মনোরম পার্ক নির্মাণ এবং কারা কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের কল্যাণে বহুতল পার্কিং সিনেপ্লেক্স, ফুডকোর্ট, সুইমিংপুল, ফিটনেস সেন্টার, কনভেনশন সেন্টার সুবিধাসহ কারাকল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ।	১) পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার-এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নে অবশিষ্ট কার্যক্রম দ্রুততার সাথে সম্পাদন করতে হবে;	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান/প্রকল্প পরিচালক।**
	নির্দেশনা-৩ : কারাবন্দিদের মধ্যে জঙ্গি সম্পৃক্ততা নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে কারারক্ষীদের টেরোরিজম প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা।	১) কারারক্ষীদের টেরোরিজম প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
	নির্দেশনা-৪ : ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের জায়গা হতে কম্বল কারখানা সরানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। জায়গা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত রাখতে হবে। *কম্বল ফ্যাক্টরি অপসারণের কার্যক্রম বাস্তবায়িত।	১)মামলার কার্যক্রম যথাযথভাবে মনিটরিংসহ তদবিরের অভাবে মামলার যেন কোন ক্ষতি না হয় সে জন্য মনিটরিং/নজরদারি অব্যাহত রাখতে হবে।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতিসমূহ :		

প্রতিশ্রুতি-১ :বন্দিদের উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে মজুরি প্রদানের ব্যবস্থা করা (বাস্তবায়িত।)	১) বন্দিদের উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে লভ্যাংশ প্রদানের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে;	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
প্রতিশ্রুতি-২: সার্বিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে কারাগারের কর্মকর্তা সংখ্যাসহ কারা বিভাগের জনবল বৃদ্ধিকরণ।	১) কারা অধিদপ্তরের সমস্ত নিয়োগবিধি (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) একীভূত করে নিয়োগ বিধিমালা-চূড়ান্তপূর্বক এ বিভাগে দ্রুত প্রেরণ করতে হবে;	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
প্রতিশ্রুতি-৩ : কেরাণীগঞ্জে কারা কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সর্বসাধারণের জন্য ২০০-২৫০ শয্যার হাসপাতাল স্থাপন। ক) কেন্দ্রীয় কারা হাসপাতাল ও বন্দি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র নির্মাণ, কেরাণীগঞ্জ শীর্ষক প্রকল্পের সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য Proposal for Feasibility Study (PFS) নামক প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে।	১)২০০-২৫০ শয্যার হাসপাতাল নির্মাণের লক্ষ্যে যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ডিপিপি পুনর্গঠন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
প্রতিশ্রুতি-৪ :কারাগারকে বন্দিশালা নয় শোধনাগারে পরিবর্তন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।	১)কারাগারকে বন্দিশালা নয় সংশোধনাগারে রূপান্তর কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে:	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
প্রতিশ্রুতি-৫ :বন্দিদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা হবে।	১)কারাগারে আটক বন্দিদেরকে কম্পিউটারসহ বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
প্রতিশ্রুতি-৬:কারাগারে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ করা হবে (আংশিক বাস্তবায়িত)।	১)কারা নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা আধুনিকীকরণের জন্য ৫টি (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট) বিভাগে গৃহীত প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের কাজ গণপূর্ত অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
প্রতিশ্রুতি-৭ : কারা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দূরীকরণে মর্যাদার সামঞ্জস্য খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	১) কারা অধিদপ্তরের সমস্ত নিয়োগবিধি (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) একীভূত করে নিয়োগ বিধিমালা-চূড়ান্তপূর্বক এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে;	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**

	প্রতিশ্রুতি-৮: যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করে কারা বন্দিদেরকে নির্দিষ্ট সময় অন্তর পরিবারের সাথে ফোনে কথা বলার সুযোগ সৃষ্টির ব্যবস্থা করা হবে।	১)কারাবন্দিদের আত্মীয় স্বজনের সাথে টেলিফোনে কথা বলার জন্য ভিডিও কনফারেন্স-এর সুবিধাসহ স্বজন লিংক স্থাপনের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে;	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
২.৫	**ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর : (২০.০১.১৯ তারিখে প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ ও আলোচনা):**		
	নির্দেশনা-১ : ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় নির্মাণ করা হবে। ই-পাসপোর্ট ও ই-গেইট কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে। ই-ভিসা এবং ই-ট্রাভেল পারমিট (ই-টিপি) চালু করা হবে। (ই-পাসপোর্ট প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৮ পর্যন্ত)।	১) ই-ভিসা এবং ই-ট্রাভেল পারমিট (ই-টিপি) সংক্রান্ত প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন এখনো সম্পন্ন হয়নি। এ কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে; ২) বিদেশে অবস্থানরত প্রবাসীদের জন্য ই-পাসপোর্ট চালুর বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করতে হবে। ৩) ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের ভবন নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণসহ এতদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পাদনের জন্য জেলা প্রশাসক, ঢাকা অফিসের সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগযোগ অব্যাহত রাখতে হবে ।	**মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/নিরাপত্তা ও বহিরাগমন অনুবিভাগ প্রধান।**
	নির্দেশনা-২ : ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে।	১) প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে জেলা প্রশাসক, ঢাকা-এর সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	**মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/নিরাপত্তা ও বহিরাগমন অনুবিভাগ প্রধান।**

৩। সভাপতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা অনুযায়ী এ বিভাগের চলমান প্রকল্পসহ মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহে প্রদত্ত সেবার গুণগতমান বজায় রেখে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালনের উপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেন। তিনি অধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারিগণের সৃজনশীল কর্ম, মেধা, মননশীলতা ও উদ্ভাবনী প্রয়াসকে কাজে লাগিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নে যে বিষয়গুলো আলোচনা হয়েছে এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে সর্বাত্বক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন বলে দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ মোকাব্বির হোসেন
সচিব

স্মারক নম্বর: ৫৮.০০.০০০০..০১৪.১৬.০০১.১৭.২৭২

তারিখ: ৬ কার্তিক ১৪২৮
২২ অক্টোবর ২০২১

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :
১) সকল কর্মকর্তা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
২) অধিদপ্তর প্রধান (সকল), সুরক্ষা সেবা বিভাগ

মোঃ আবদুল কাদির
উপসচিব